প্রথম আলো

তারিখ 15 SEP 2012
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের কমিটিতে সেই অস্ত্রধারী, মামলার আসামি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের ২৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছেন ২০০৯ সালে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনার সেই অস্ত্রধারী, হত্যাচেষ্টাসহ অন্য মামলার আসামি, বিবাহিত ও অছাত্ররা।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের ১৯ মে রাশেদুল ইসলাম ও নির্ঝর আলমকে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের ১১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরে ৫ জুলাই সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পক্ষের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর ওই কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। দুই বছরের বেশি সময় কার্যক্রম স্থগিত থাকার পর মাহমুদুর রহমানকে সভাপতি ও রাজিব আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যের নতুন এ কমিটি গঠন করে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি।

> হত্যাচেষ্টাসহ অন্য মামলার আসামি, বিবাহিত এবং অছাত্ররাও আছেন কমিটিতে

নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ বিগত কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মো. নূরুল হাসনাত হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি। গত বছরের ১ মে নূরুল হাসনাত আওলিয়া থানায় রাজীবসহ ১৪ থেকে ১৫ জনকে আসামি করে ওই হত্যাচেষ্টার মামলা করেন।

২০০৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গ্রেপ্তার হওয়া বহুল আলোচিত সেই অস্ত্রধারী ছাত্রলীগের কর্মী সিরাজুল ইসলামকে নতুন কমিটির সহসভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সাংস্কৃতিক কর্মীদের মারধরের অভিযোগে গত ৩০ এপ্রিল আওলিয়া থানায় করা মামলার আসামি মিথুন কুণ্ডুকে দেওয়া হয়েছে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব। এ ছাড়া বিবাহিত হাসিনুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যাওয়া তন্ময় খান ও মোতাসিম বিল্লাহকে সহসভাপতি করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন: সহসভাপতি জোনায়েদুল হক, খলিলুর রহমান, এস কায়কোবাদ, রহুল আমীন, মাহমুদ আল জামান, আরিফুল হক ও রাজিব চক্রবর্তী। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাসেল মাহমুদ, রাশেদুল হাসান ও মোস্তাফিজুর রহমান। সাংগঠনিক সম্পাদক হাওলাদার মহিবুল্লাহ, তিলন এনড্রুস, ফয়সাল হোসেন, রাইয়ান আল বেফয়ী, শাহানা রহমান; দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক রুবেল বিশ্বাস, শিক্ষা ও পাঠচক্র সম্পাদক মামুন এবং গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক সুব্রত কুমার দে।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সব মহলে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং মূল ধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এমন নেতা-কর্মীদের দিয়েই কমিটি গঠনের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। এর পরও যদি কারও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়, তা হলে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের সময় অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।